কস্মিনকালেও তুমি প্রেমী ছিলে না

আব্দুল্লাহ শুভ্র

কস্মিনকালেও তুমি প্রেমী ছিলে না
আব্দুল্লাহ শুভ্র

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৮০ টাকা

Koshinkaleo Tumi Premi Chile Na by Abdullah Shuvro Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First published: February 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 180 Taka Rs: 180 US 7 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96276-5-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

অর্থহীন কিছু অনুভূতি

কৃতজ্ঞতা

মোরশেদুল জাহের
ও
সুমন তালুকদার

সূ চি প ত্র

আমি কোনো গ্রেনেড নই ৭
কেউ দেখতে পায়না ১০
কাল কাঁপন ১১
ধুতরার স্পর্শ ১২
মায়াপত্র ১৩
পাখি ১৪
আনন্দ ১৫
অচেনা কোন ট্রোজান ১৬
তারার অর্কিড ১৭
অ্যাটলাস ১৮
দূরবীন ১৯
ক্যামেরা ২০
আলো ২১
জীয়ল পৃথিবী ২২
স্পন্দন ২৩
দেহ ২৪
আগুনের হাড় ২৫
গোধূলি ২৬
আর্ট ফায়ার ২৭
মেঘে ধুয়ে যায় ২৮
কেউ কথা বলে ২৯
পরম আয়ু ৩০
তীর ৩১
ফিরে ফিরে দেখি ৩২
মানুষের কসাইগুলো ৩৩
চন্দ্র আবেশ ৩৪
আলোর লিরিক্স ৩৫
সওদাগর ৩৫
কালো ৩৬
অন্তিম চুমুক ৩৭
অমল ছায়াছবি ৩৮
সরদার বাড়ি ৩৯
মমির ঢঙ ৪০
মায়া ৪১
সময় ৪২
দীর্ঘশ্বাসে অমিয় ফুল ৪৩
ঠোঁটের ঠিকানা ৪৪
পাতাল পাটাতন ৪৫
তরজমা ৪৬
ক্লাসিফাইড ৪৭
পরি ৪৮
কুহেলি ৪৯
অদম্য মানচিত্র ৫০
সোনালি কসম ৫১
চুম্বন ৫২
চুনিলাল ৫৩

পকেট ৫৪
এ কোন চাঁদ ৫৪
ধুন ৫৫
কলরব ৫৬
ফুল ৫৭
জীবিত ৫৮
অনুভব ৫৯
মহব্বত ৫৯
প্রেমী ছিলো না ৬০
দুঃখ ৬১
ভাইরাস ৬২
চাঁদ তার বুকে ৬৩
নক্ষত্র জ্বলুক ৬৪
মৃত্যু ৬৪
৬৫ পুতুল
৬৬ প্রণয়ের পিরামিড
৬৭ ব্ল্যাক কফি
৬৮ বুকের পশম পোড়ে
৬৯ কাক বোঝে পৃথিবী ও প্রেমিকের গল্প
৭০ মাফলার
৭১ অভিজাত তরল
৭২ আগামী
৭৩ একরোখা চাঁদ
৭৪ বুলেট উড়ে উড়ে প্রজাপতি
৭৫ অক্ষরের গ্লেসিয়ার
৭৬ গাইরত
৭৭ দেখনের দেখা
৭৮ তারা ভরা আকাশে লেখা কিতাব

আমি কোনো গ্রেনেড নই

আমি কোনো গ্রেনেড নই
কোনো স্প্লিন্টার নই!
ভরা বর্ষায় যমুনাতীরের কাশবনে একটি
ফিঙে যেমন করে গভীর রবে রাতকেও
পৃথিবীর পাখি বলে ভেবে নেয়!
কে ডাকে এতো রাতে, অমন করে শান্তির আহ্বানে!
কোকিল?
পৃথিবীর সব শহরে বসন্ত জাগে কি?
সব হৃদয় কি সবুজ পাতা ও হলদে পাতার ধনাঢ্য প্রকাশনায়
স্বপ্নের মিছিলে মনকাড়া বাঁশি?
ওই শোনো হুইসেল শোনা যায়!
নাকি অনবরত সাইরেন!
চকিতে শুনি শত শিশুর কান্নার রোল!
শূন্য আগামীর গ্রেনেডের জাঁতাকল
বিদ্বেষী অস্তাচল নই!
বিদ্বেষ আমার পুরনো শার্টের পকেটে লুকিয়ে থাকা একটি কঙ্কালসার গোলাপ!
ক্ষুধার অনর্থে কোনো যুদ্ধ নই
বিজয়ী শিবিরে যোদ্ধার অট্টহাসি, আয়েশি অস্ত্র নই।
পারবে কি?
শিশিরফোঁটার সন্ধিতে পুরো মৌসুম হোক এক কাঁধের পৃথিবী!
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, ফুটন্ত কলি–
দেখো দখিনা বাতাসে আজও হাসে প্রিয়ার মুখ!
বিস্ফোরণের ফ্রেমে ছবি বাঁধাই করি
সব ছবি গল্প হয়ে যায়!
লাল খুন আর জখম ভেড়ানো অশান্তির গল্প!
আমি সেই ছবি কিংবা গল্প নই–
খুনের গল্পের শুরু, শেষটা বড় হতে থাকে–
আরো বড় হয় সে ছবি!
আরো বড় হয় সে গল্প!
শরীর ভেদ করে তোমাদের হৃদয়ে পৌঁছে যাক!
অবশেষে বিস্ফোরণ হোক ভালোবাসার!

আমি কোনো ব্রাশফায়ার নই
বারুদের অনর্থ ধোঁয়া ও পৃথিবীর উপযোগিতায়
একটি কলমের সংকেত!
শীর্ণকায় একফালি সূর্য কেটে দেই তোমাদের তরে!
অন্তত বুঝে নিও ভালোবাসা নতুবা গ্রেনেডের মূল্য
আমি অবধারিত স্বপ্নের বিরল বাহন!
জোনাকি দল গায়ে মেখেছি–
রাতের আকাশের মুখরিত প্রতিচ্ছবি যেন
দেখো এতটাই কালো আমি!
নাকি নক্ষত্র ধারণ করেছি সময়ের আঁধারে!
তুমিও প্রতিবিম্ব–
নাকি মানুষ?
নয়তো নিমগ্ন স্টেশনে চিড় ধরা আঁধারের ব্রাশফায়ার!
ছুঁয়ে দেখো–
পড়ে দেখো কবিতার বিস্ফোরণ কতটা নিমগ্ন!
কতটা শান্তি এখানে–
শীতল বৃষ্টিফোঁটার পতনের মতো!
মুখ চুমে দেওয়া দখিনা বাতাসের শেষ রেশ!
ইজিপশিয়ান বর্ষায় একটি পিরামিড যেমন করে গান হয়ে যায়
বুকের বাঁ পাশ থেকে সব ফেরাউন বেরিয়ে যায়–
মহাকালের কোলাহল ভেঙে দেখি–
তুমিও জেগে আছো!
কান পেতে শুনো–ফুল আর বাতাসের গল্প!
উপশম ভেড়ানো শান্তির গল্প!

এ হৃদয়ে মুখের অবয়বের মতো কিছু ফুটে ওঠে!
আমি কান পাতি–
শুনি, কেউ ডাকে!
নতুবা তুমি ডাকো!
হৃদয়ে আবারও কান পাতি!
শুনি সব মানুষের ডাক!
শান্তির একরোখা আরতি!
আমি কোনো গ্রেনেড নই
ফিলিস্তিনের শিশুর কথা বলি
আফ্রিকার সেই কৃষ্ণাঙ্গ অভুক্ত বালকের কথা বলি!

হৃদয় সঁপেছি হৃদয়ের তরে শান্তির সুর ছেয়ে
ভয় পেয়ো না এ লেখায় বিস্ফোরণ হবে না
আমি জানি তোমরা কী
সবাই জানে তোমরা কারা
মাংসের মানুষ–
নতুবা গ্রেনেডে গড়া হৃদয়ের রক্তমাংসের ঈশ্বর।

কেউ দেখতে পায়না

বহুদূর থেকে আমি একটি বিন্দু দেখতে পাই,
বিন্দুটি একটু বড় হয়, হাঁটতে শুরু করে–
বহুদূর থেকে আমি 'হাঁটা' দেখতে পাই!
দেখতে পাই 'হাঁটা'সহ কেউ একটি অবয়বে পরিণত হয়,
বহুদূর থেকে আমি একটি অবয়ব দেখতে পাই,
ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসে!
বহুদূর থেকে আমি আমাকেই দেখতে পাই–
দেখতে পাই অবয়বটি আমার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে,
বহুদূর থেকে দেখতে পাই অবয়বটি ছিলাম আমি,
দেখতে পাই দাঁড়ানো আমিটা ছিলে তুমি!
বহুদূর থেকে দেখতে পাই–
তুমিও বহুদূর থেকে অবয়বগুলো একইভাবেই দেখে চলেছো!
বহুদূর থেকে কেউ দেখতে পায় না–
দুটি পরিবর্তিত অবয়ব কীভাবে মিলে যায়–
তুমি আর আমি কি দেখে চলেছি!

কাল কাঁপন

অগ্রিম আগুনের ধোঁয়া হৃদয়ে টক্সিন তৈরি করে–
বোঝোনি, কোনো ক্ষণ!
ছুঁয়েও দেখনি!
মায়া–পল ইন্দ্রজালে তোমারি অস্তিত্বের চির সবুজ উপত্যকা!
সে নিশ্চয়ই আমি!
বুঝেও বুঝলে না!
জীবন বৃক্ষের বদৌলে–যমুনার মলিন জল হয়ে বইতে থাকি!
কেউ কখনো বলেছে? তুমি নার্ভাস নদী!
হাইব্রিড জলের স্বাদের মতো!

কেউ বলে– আমিও শুনি–
সোনা-ডানার অতিকায় স্বর্গের পাখি!
কুহক ডাকুয়া আমার–
ঈগলের প্রচ্ছায়াও হতে পারে!!
তাই কী ভেবেছিলাম?
নিশ্চয়ই দেখেছি–
অচেনা রঙের পায়রার মতো–
বাকুম বাকুম ভিন্ন উপস্বরে সময়ের বিভাজক তুমি!
শুনেছি– অনিবার্য সব কলরব!
অর্থহীন সব শব্দ ও অক্ষরের দল–
যে বাক্যটি প্রসব করেছিল–
নৈরাজ্যের জ্বলন কালিতে– আগুনের নাম হয়েছে!
মৃতদের কাল কাঁপনে এমনি করে নাম লিখে দিলে!

ধুতরার স্পর্শ

একটি মৌসুমে
ভালোবাসার বীজ ভেঙে ঘৃণার মেঘ তৈরি হয়!
একটি মৌসুমে
ঘৃণার মেঘ গলনে অনুভূতির বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ে!
তোমার মৌসুমে আমি কখনো লালরঙা জবা,
কখনোবা ধুতরার স্পর্শ!

আমার কোনো মৌসুম নেই।
পূর্ব-পশ্চিমে সূর্যের বলয়ে বিরাগের ওই একটি পোশাক বারবার খুলে ফেলি-
সব দিকে দিকে,
অনুরাগের আবাদে, বুকের ছাতির ভিতর–
ঝলমলে তোমার অভিসার!
ওহ!
আমি শুধু তোমারি!
অন্তিম শয়ানের খাট ও কবরের মাটিও জানে সে কথা!

মায়াপত্র

মায়াপত্র?
যোগ্যতার তাবিজ গলায় বেঁধেছি–
লাভ হয়নি,
ভালোবাসার বিমারে,
কবেই শুকিয়েছি একটি পুরনো লাল গোলাপের মতো।
গোলাপের মমি আমার অবয়বে পরিবর্তিত হয়,
শেষ পর্যন্ত আমাকেই জাদুঘরে পাঠিয়ে দিলে!
মমি হয়েও তোমাকেই দেখে চলি,
মায়াপত্রের মতো...
আমাকে ছুঁয়েও দেখলে না!
ভাঁজ করে বুকের মাঝে লেপ্টে নিলে না!

পাখি

একটি ঘুমন্ত পাখির মতো–শুয়ে থাকি
অশান্ত দ্রোহে–
অশান্তির মশাল মিছিলে,
খুঁজে খুঁজে দেখি
গায়ে আমার পরম পালক, গলায় গান!
আমি কি কোনো পাখি?
নাকি ডানাওয়ালা বাতাস তাড়ুয়া!
দুচোখে কী সেই আঁধার?
সময়ধোয়া জল আমার চোখ গড়িয়েছে–
অশ্রুর রঙের মতো,
নুনের সালতামামি!
কে জানে, চোখের চশমা নয়তো?
পাখিরা কি চশমা পরে?
শান্তির অক্ষম ভাগ-বাটোয়ারায়–
আমার দুটো ডানা অন্তত থাকুক।
জোছনার গলে যাওয়া আলোর প্রণতির মতো!
শান্তির অভিবাদনে–
ডানাওয়ালা পরমসুখ!

একটি পাখির মতো ভাবতে থাকি।
সময়ের রাত হয়ে, অসময়েও জেগে থাকি।
পূর্ণিমার সার্থক অভ্যুদয়ের মতো!
সময় বাদে বাদে, তোমাকে দেখেও না দেখার তৃষ্ণার মতো!
দেখেছি হৃদয় বশ করে, না দেখে!
তৃণমূল তৃষ্ণার মতো!
আমিও ভিজে যাই শান্তির জলে!
এত রাতে ওই গহিন দেমাগে একটি পাখির মতো– শুয়ে থাকি
নরম বাতাস আর এখানে আমার হৃদয়ে বয়ে চলে নির্জনতা
শ্রাবণে যত রৌদ্র বরাদ্দ হয়, হৃদয়ের রঙে!
পরম পালকে একটি পাখির মতো ঘুমিয়ে থাকি!

আনন্দ

সুদূর আকাশেও কান পেতে শোনো,
গভীর নীলে হৃদয় পেতে দাও,
ফিসিফিস গুঞ্জন, গুনগুন শব্দের মিছিলে
অকস্মাৎ আশীর্বাদের বাণ!
ওগো দরদি, বরফছোঁয়া অশ্রু!
সব তারা কেন একপাশে
বাতাস রয়েছে যে পাশে

ওগো সবুজের মিত্র!
উপত্যকা-
সব বাধা ঠেলে একপাশে,
চোখ ধাঁধানো নাগপাশে, আমি শুনি তারার আহ্বান!
শুনে নিও আশীর্বাদে–
চুম্বন ও ভালোবাসায় মৃত্যু অসীম!

এক রহস্যের মত্ততায় আমার শ্বাস বৃষ্টি ধুয়েছে
উচ্ছল আফ্রোদিতির চিবুক ছুঁয়েছে!
নিগূঢ় নির্জনে–
শোনো শোনো–
সবুজ কড়িগুলো কী বলে?
জন্মানো দুঃখ কী বলে!

ওগো আনন্দ–
তৃষ্ণায় কবিতা সজল
উড়ে যত চন্দ্রাতুর ফড়িং
কথা বলবেই–
কবিতা ভালোবাসা ও তৃষ্ণা
বসন্তের নিরলস ছত্রগুলো যত অনিশ্চিত
আঁখির অন্তরালেও আঁখি ডুবে সুনিশ্চিত
সব ফুল ফুঁটে উঠুক–
অনন্য লটারি জয়ী ভাগ্যের মতো
প্রেমিকের চাঁদ বলীয়ান থাকুক
অচেনা অমবশ্যা ডুবে মরুক
ভালোবাসার গভীরে।

অচেনা কোন ট্রোজান

আজ তো বসন্ত নয়!
তবে কোন তিথিতে শব্দেরা তোমার দীঘল ছায়ার মতো সুন্দর?
অদ্ভুত অনুরাগে– বুঝি
তুমিই বারবার প্রিয়তমা!
গোলাপের অস্থিমজ্জায় স্বপ্নদলের খণ্ডন ঘুমের মতো!
কোনো কারিগর বোঝেনি কোন সে গোলাপ?
কেমন সে রক্তমাংসের মহেশ্বরী!
অদম্য সব পানশালায় রটে যাক–
পৃথিবী আর তোমার ফারাকে
চাঁদ-সুরুজ তোমারি দলে!
সুরার পেয়ালায় ইজিপশিয়ান পিরামিডগুলো যেমন করে সাঁতরে বেড়ায়–
শ্রান্তির অমল চুমুকে তোমাকেও তেমন বুঝে নিই–
নাগপুরের গোলাপের মতো–
জ্যোৎস্নার গলনে–সৃষ্টির ঘন ঘন রব!
বিমল অর্চনায়–ব্যঞ্জনের বঞ্চনায়,
এ হৃদয়ের উন্মাদনা তোমারি শরীরের সফটওয়্যার!
ভালোবাসা তৈরিতে সক্ষম অচেনা কোন ট্রোজান!
স্পর্শে বুঝি সব কবিতায় তুমিই পাদপ্রদীপ!
যার ছায়াও এখানে নিঃশ্বাস উৎসব!